২৩ জানুয়ারী ২০০৫ইং
দ্যা নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স্‌ এ প্রকাশিত বাংলাদেশকে নিয়ে

ইলিজা গ্রিসউল্ড এর লেখা অনুসন্ধানী রিপোর্টটি পড়ে

দেওয়ান আবদুল বাসেত

ইলিজা গ্রিসউল্ড
দ্যা নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স্‌ এ প্রকাশিত বাংলাদেশ কে নিয়ে
তোমার লেখা অনুসন্ধানী রিপোর্টটির
বিপক্ষে আমার বলার কিছু নেই
তবে স্বপক্ষে বলার অনেক কিছুই আছে
হ্যাঁ। তোমার সে প্রতিবেদনে উঠে আসা তথ্যগুলো
সত্যের যে অপলাপ নয়,
অন্তত এ কথা বিনা বাক্যে স্বীকার করা যায়।

তোমার অনুসন্ধানী চোখ
ছাড়িয়ে গেছে আমার সকল বিস্ময়কেও!
তোমার দেয়া বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য
এবং তোমার সরজমিনে ঘুরে ঘুরে উপাত্ত সংগ্রহ করা
এবং তা সবিস্তারে প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করা
তোমার প্রতি আমাকে কৃতজ্ঞতায় ভরে দিয়েছে।

একজন বিদেশীনী রিপোর্টারই যেন হঠাৎ করে
খুলে দিলো আমাদের চৌদ্দকোটি জনগণের চোখ,
জাগিয়ে দিলো উন্নয়নের জোয়ারে ভেসে চলা
আমাদের সরকারকেও।

এমন অনেক তথ্য আমরা প্রতি নিয়তই পাচ্ছি
দেশের পত্র-পত্রিকাগুলোতে তবে-
তাকে পাশ কাটাতে বলি- ‘*প্রপাগান্ডা অন্‌লি*’!
তখন কিন্তু আমরা জাগিনি, তলিয়ে দেখিনি
বাংলা, ইংরেজী, হিন্দি কিংবা আরবী ভাইটা কে?
আমাদের ডাল-ভাতের সরকারও
‘চোখ বাঁধা ষাঁড়ের মতো’
পড়শীর ফসল নষ্ট করেই চলেছে অহেতুক।

ইলিজা গ্রিসউল্ড
জানো আমাদের আজকাল আর কলমযোদ্ধা,
মেধাধারী লোকের প্রয়োজন নেই একেবারেই (!?)
প্রযুক্তিতেও পিছিয়ে আছি পঞ্চাশ বছর এখনো।
তাতে ভাবনার কিছু নেই!
কেন না আমরা জানি
একটি দেশ, একটি জাতিকে
এমনকি আমাদের এই সাধের গদিটা রক্ষায়
পেশী শক্তিই যথেষ্ট- যা আমাদের আছে!?

তাইতো আমরা এখন মেধা-মননের নামে
জঞ্জালগুলোর প্রস্থান চাই।
আমরা মেধাশূণ্য দেশ চাই, শাসন চাই (!?)

আমার এমনতরো কথাগুলো
তোমাকে করছে অবাক?!
করছে পীড়িত? করছে হতভম্ব !?
তাতো করতেই পারে। কেননা তুমি 'তন্ত্রের লোক।

জানি তুমি বলবে- একটি জাতির জন্যে মেধাই সর্বাগ্রে
মেধাহীন কোন দেশ টিকে থাকতে পারে না।
তাইতো তোমাদের পশ্চিমারা বিভিন্ন প্রলোভনে
প্রতিনিয়ত আমদানী করে চলেছে
পুরো বিশ্ব থেকে বিভিন্ন মেধাধারীদের।
কেন না তোমরাতো আবার 'তন্ত্র -মন্ত্রে বিশ্বাসী।

আমরা কিন্তু খোদার হুকুমে বিশ্বাসী
এখানে যা হয় সবই খোদার হুকুমে হয়।
অবুঝ শিশুকে যখন কোন সন্ত্রাসী মাছের মতো
টুকরো টুকরো করে বস্তা ভরে রাখে
তখন আমরা বলি-'আল্লার মাল আল্লাহ নিয়ে গেছে' (!?)
রক্ষকের হেফাজতে ধর্ষিত হওয়া খোদার হুকুমে।

জনসভায় গ্রেনেড হামলায় প্রাণহানি খোদার হুকুমে
ক্রস ফায়ারে হত্যা! তাও খোদার হুকুমে
ভাঙ্গা সুটকেস আর ছেঁড়া গেঞ্জি তথ্যধারীরা
হাজার হাজার কোটি টাকায় বিদেশে শিল্প স্থাপন
তাও খোদার হুকুমে।

জিন্দাবাদের দেশটায় দেখো আমাদের কৃতিত্ব
মেধাশূণ্য এবং কলমযোদ্ধা নিপাতে
আমাদের জেহাদী, ক্যাডার ভাইগুলো কতটা তৎপর
কতটা সিরিয়াস! দেখো কী মহান সাহসী !?

দেশ বরেণ্য কবি শামসুর রাহমান জেহাদী ভাইদের কর্তৃক
চাইনীজ কুড়ালের কোপ খেতে গিয়েও
ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেলেন!
আর সেই জানুয়ারী ১৮, ১৯৯৯ সাল হতেই
পুলিশ প্রহরায় দিনযাপন করছেন দেশের প্রধান কবি!
কোন কবি কী এভাবে বাঁচতে চায়?
চেয়েছে কোন দেশে কোনো কালে?

আমরা কলম যোদ্ধা, সৃজনশীল মানুষগুলো এখন
নিদারুণ অন্ধকারাচ্ছন্ন, সাপ-বিচ্ছুতে ভরা
একটি পাগলা গারদে অসহায় বন্দী।

(তবে দু'জন নামকাওয়াস্তে স্বঘোষিত ছন্দের কারিগর ছাড়া
যারা সাহেব-বিবি-গোলামের বাক্সে বসে বসে
প্রভুর ঝুট-ঝামেলাগুলো সুললিত বিশ্বাসী ভাষায় বয়ান করেন
আর যতগুলো সুবিধা আছে, তা হাতিয়ে নিচ্ছেন!)

আমাদের মুক্ত আলো-হাওয়া অতীব জরুরী।
জরুরী শিশির ভেজা সোনালী রোদ্দুরের সকাল
চাই মুক্ত নীল নীলাকাশ, মুক্ত গানের পাখি
লক্ষ পাখির কুজনে মুখরিত মায়াবী সন্ধ্যা
নিরাপদে পথ চলা আর জোনাকীর
ইলিকঝিলিক স্বাধীন উড়াউড়ি।

চাইলেই কী তা এদেশে পাওয়ার নিশ্চয়তা আছে?
ব্যর্থতার ফলাফলগুলো তাইতো জলজ্যান্ত
জেহাদী ভাইদের চাপাতির কোপে
ড. হুমায়ুন আজাদ তো বেঁচে গিয়েও মরেছেন
এমন পেছনমুখী বদ্ধ সমাজ থেকে একজন মুক্তচিন্তার মানুষ
মরেইতো বেঁচে গেলেন। আর ছিটিয়ে গেলেন
আমাদের মুখে চরম ঘৃণার থু থু!

৭০হাজার মুক্তিপ্রাপ্ত জেহাদী ভাইদের আবাদে
এখন কয়েকগুণ বেড়েছে তাদের সংখ্যা।
বেড়েছে তাদের কাজের পরিধি, বিচিত্র স্টাইল!
এখন তারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ক্যাডার
নিজেরাই এক একটি মহাগ্রেনেড!

১৫ জানুয়ারী ২০০৪ তাদের সন্ত্রাসী শিকারের তালিকায়
খুলনার মাটি রঞ্জিত হলো সাংবাদিক সত্যভাষী মানিক সাহার রক্তে,
একই বছরের ২৭ জুন রক্ত ঝরে ঝরে নিঃশেষ হলো
সম্পাদক ও সাহসী কলমযোদ্ধা হুমায়ুন কবির বালুর।
২০০২ সালে *দৈনিক পুর্বাচল* এর রিপোর্টার হারুন অর রশীদ
২০০১ সালে *দৈনিক অনির্বান* এর নহর আলী ও শুকুর আলী
২০০০ সালে যশোরের সামছুর রহমান

১৯৯৮ সালে ঝিনাইদহের *বীরদর্পণ* এর ইলিয়াস হোসেন।
ঠিক একই বছরে কালীগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সভাপতি
রেজাউল করীম অই সকল জেহাদীদের হাতেই
অন্যান্যদের মতো নিজকে বলি দেন।
আরও বলি হলেন ১৯৯৬ সালে
চুয়াডাঙ্গার *দৈনিক দিন বদলের কাগজ* এর বজলুর রহমান
একই বছরে সাতক্ষীরার *পত্রদুত* এর স.ম আলাউদ্দিন।

তালিকা পড়ে পড়ে তুমি বিস্মিত হচ্ছো, বিরক্তি এসে গেছে?
প্লিজ একটু সবর করো আরো আছে
যশোরের *দৈনিক রাণার* এর সম্পাদক সাইফুল আলম মুকুল ভাই
সন্ত্রাসীদের হামলায় প্রাণ হারান।
একই বছরে একই জেলার *'স্ফুলিঙ্গের'* ফারুক হোসেন সাহসী
জেহাদী ভাইদের হাতে অকালে ঝরে গেলেন।

ঝরে গেলো আরো কতগুলো প্রাণ
যশোরের উদীচির সম্মেলনে,
বাংলা নববর্ষে বাংলা একাডেমীর বৈশাখী মেলায়
বোমা বিস্ফোরণে! মুহূর্তে লাশের স্তুপ।

গ্রেনেড হামলায় ২১আগষ্ট ২০০৪ইং জাতির জীবনে কলংকিত দিন
আইভি রহমানের সঙ্গে লাশ হলেন অনেকগুলো নিরীহ প্রাণ।
যার কোনো কূল-কিনারা খুঁজে পাওয়া গেলো না আজও !?
তার কারণটা কি এই, যে সর্ষে ভূত তাড়াবে তাতেই ভূত!?

জনপ্রিয় শ্রমিক নেতা সাংসদ আহসান উল্লাহ মাষ্টার
সভামঞ্চেই যিনি ব্রাস ফারারের শিকার হয়ে
লুটিয়ে পড়েন ঘটনাস্থলেই।
কেন জানি না যার হদিস পাওয়া যায়নি আজও!
অথচ কী আশ্চর্য দেখো, সে মামলার প্রধান আসামী
রক্ষকরাই করেছে ভক্ষন!

ইরানের *সাভাক* স্টাইলে লাইসেন্সধারী *কিলার গ্রুপ*
এখন *ক্রস ফায়ারের* নামে *হিউম্যান রাইট্স* কে
পায়ে পিষে মারছে প্রতিনিয়ত!!
অপঘাতে অপমৃত্যুর সংখ্যা বেড়েই চলেছে দেশে।
এ লাশের বহর যে স্বদেশমাতৃকা
বইতে পারছে না আর।

ফরিদপুরের প্রবীর সাহা, ফেনীর টিপু সুলতান
জেহাদী ভাইদের হামলার ফসল,সময়ের দলিল হয়ে
পঙ্গুত্বের অভিশাপ নিয়ে বেঁচে আছে আজও।

তিরিশ লাখ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন দেশে
দেখো এলিজা আমরা এখন একেকজন এক একটি বলির পাঠা!
আমাদের এখানে নেই কোন নিরাপত্তা
নেই কোনো স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি।

মত প্রকাশের বা কথা বলার,
স্বাধীনভাবে কলম চালাবার, জনসভা করার
না। কোন স্বাধীনতা নেই আমাদের। সেখানে গ্রেনেড ফুটবেই!!
কথায় কথায় আমরা পেয়ে যাচ্ছি খেতাব মুরতাদ্
যা শরীয়ার বিচারে কতেল বা মৃত্যুদন্ড!!
মুনতাশির মামুন এবং এম এস আকাশের মতো
গুণীদেরকে আমরা মুরতাদ ঘোষণা করে বসে আছি।
ড. কামালের মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব
আজ মৃত্যু পরোয়ানা মাথায় নিয়ে বেঁচে আছে।
কিন্তু এ বাঁচা কতদিন বাঁচবে
তার কোন গ্যারান্টি নেই এখানে!

সুপ্রিয় ইলিজা গ্রিসওল্ড
২৩ জানুয়ারী ২০০৫ এ তোমার সেই অনুসন্ধানী প্রতিবেদনটি
যখন প্রকাশিত হলো, তখন দেখো
আমরা কী ভীষণভাবে সরব হয়ে উঠলাম
প্রতিবাদের ঝড় তুললাম, নিন্দার যত ভাষা আছে
ব্যবহার করলাম সবই। বাকী নেই কিছুই।
প্রতিবাদ, নিন্দা জানানো আজকাল একটি ফ্যাশন আমাদের।

কিন্তু মাত্র চার দিন পর মানে ২৭ জানুয়ারী ২০০৫ইং এ
যখন হবিগঞ্জের বৈদ্যের বাজারে সকল ‘হবি’ নষ্ট করে
জনসভায় গ্রেনেড বিস্ফোরিত হলো
প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন, মেধাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব
শাহ্ এ এম এস কিবরিয়া সহ ৫টি মানুষের প্রাণ অকালে ঝরে গেলো।

তখন দেখো আবার আমরা কেমন নীরব হয়ে গেলাম!
উদোর পিন্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপাতে আমরা বড়ো ‘এক্সপার্ট’
সে ভন্ডামিটা এবারও করছি। যার ফসল
প্রকৃত সত্য বরাবরের মতো এবারও
চাপা পড়ে যাবার আশংকা।
কিন্তু এভাবে আর কতদিন বলো কতদিন??

বিশ্বের ১৭৭টি গরীবতম দেশের মধ্যে
আমাদের বাংলাদেশটির স্থান ১৩৮ নম্বরে
‘জাষ্ট’ কংকালসার আফ্রিকার সুদান দেশের এক নম্বর আগে।

তাতে কী, আমাদের রয়েছে হাজার বছরের শ্রেষ্ট অর্জন
শ্রেষ্ট বাঙালি বঙ্গবন্ধুর শ্রেষ্ট অবদান
তিরিশ লাখ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত গৌরবময় স্বাধীনতা।
কানাডা ভিত্তিক বিশ্ব মাতৃভাষা প্রেমিকদের বিখ্যাত সংগঠন
‘মাদার ল্যাগুয়েজ লাভার্স অব দ্যা ওয়ার্ল্ড’ এর প্রচেষ্টায়
আমরা পেয়েছি *অমর একুশ* কে, আমাদের মাতৃভাষা বাঙলাকে
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে।
এ আমাদের পরম পাওয়া, অহংকারও।

কিন্তু ইলিজা,
আমাদের মধ্যযুগীয় মানসিকতার উত্থানে
আমাদের এসকল অর্জনই আজ ম্লান হতে বসেছে।
সন্ত্রাসে, রাহাজানিতে, ক্ষমতার অপব্যবহারে
বুদ্ধিজীবি ও সংখ্যালঘু নিধনে
পলিটিক্যাল মাডারে, দেশব্যাপী দুর্ণীতির মহামারীতে
আমরা এখন পৃথিবীর প্রথম সারিতেই চলে এসেছি।

প্লিজ ইলিজা!
তোমার সেই *দ্যা নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স* এ
তুমি কী পার না আর একটি প্রতিবেদন লিখে
আমাদের জন্যে একটি প্রস্তাব রাখতে-
(যদি সুইডিস নোবেল কমিটিতে এমন বিষয়ের উপর
থেকে থাকে কোন পুরস্কারের ব্যবস্থা)
যাতে আমাদের এই সব কৃতিত্বের জন্যে (!?)
পেতে পারি বিশ্ববিজয়ী নোবেল পুরস্কার!!!

০২ ফেব্রুয়ারী ২০০৫ইং
রিয়াদ, সউদী আরব।
E-mail: marupalash@yahoo.com
website: www.marupalash.com